প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারী লীডারশীপে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অনেক এগিয়ে গেছে–

মন্ত্রণালয়াধিন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি ২০২৪;

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের যতগুলো প্রকল্প আছে সেগুলোর কাজ সম্পন্ন করব। নতুন প্রকল্প নিব। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নিব না। যেগুলো আছে সেগুলো সম্পন্ন করতে সচেষ্ট থাকবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব রয়েছে। সে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাংলাদেশ ডেভেলপিং কান্ট্রি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এটা ধরে রাখতে হবে। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কিছুটা সংকট ছিল; অন্ধকার ছিল; শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে গেছি। যেখানে শেখ হাসিনা আছেন; সেখানে আর কিছু বাধা থাকে না। আমাদের একজন শেখ হাসিনা আছেন। যতই সংকট হোক তাঁর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধিন দপ্তর/সংস্থাসমূহের আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে বিশেষ উন্নয়ন সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আজকে অনন্য উচ্চতায় চলে গেছে। আগে রুটিন ওয়ার্ক হত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারী লীডারশীপে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অনেক এগিয়ে গেছে। তিনি আমাদের ভিশন দিয়েছেন। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের আপগ্রেডেশন করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বন্দর 'পায়রা বন্দর' নির্মাণ হচ্ছে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বদ্বীপ পরিকল্পনা দিয়েছেন। নদীর নাব্যতা রক্ষায় কাজ হচ্ছে। মেরিটাইম সেমক্টরের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন মেরিন একাডেমী এবং মেরিটাইম ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব চিন্তাভাবনা অন্য কেউ করেননি। তিনি রাষ্ট্রনায়োকিত চিন্তাভাবনা করেছেন। আগামী প্রজন্মের জন্য চিন্তাভাবনা করেছেন। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত আটটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর যে ভিশন, চিন্তাচেতনা; সেটা আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে দেখতে পাই। তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য কাজ করছেন। শুধু উন্নয়ন নয়; তিনি বাংলাদেশকে একটি মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গেছেন। তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রশাসনকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র ছিল, সেটা তিনি রক্ষা করেছেন। নির্বাচন নিয়ে যারা চাপ দিয়েছে; তারা নির্বাচনের পর মাথা নত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার দিয়েছিল। বাংলার মানুষ ভোটের মাধ্যমে এই ইশতেহার বাস্তবায়নের ম্যান্ডেট দিয়েছে। আমরা সকলে মিলে ইশতেহার বাস্তবায়ন করবো।

প্রতিমন্ত্রী দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর আজ মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৈঠক করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। জেলখানায় শহীদ জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ এবং আত্মত্যাগকারি মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ২১ জানুয়ারি আমরা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। বঙ্গবন্ধুকে আমরা হৃদয় থেকে ধারণ করি। তাঁর থেকে সাহস ও শক্তি অর্জন করি। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি আমাদের স্বাধীন দেশ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা, আমি বাংলার মানুষের অধিকার চাই।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অল্প সময়ের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে তাদের সরাসরি ছোঁয়া পেয়েছি।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম সোহায়েল, পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল গোলাম সাদেক, মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব ড. এম মতিউর রহমান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কামরুন নাহার, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর জিয়াউল হক, চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ক্যাপ্টেন আই কে তৈমুর, বরিশাল মেরিন একাডেমীর কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এস এম আতিকুর রহমান, রংপুর মেরিন একাডেমীর কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার, সিলেট মেরিন একাডেমীর কমান্ড্যান্ট নৌ প্রকৌশলী মোঃ হুমায়ুন কবির, পাবনা মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) ক্যাপ্টেন মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক সুমন বড়ুয়া, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম এর অধ্যক্ষ আতাউর রহমান, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট মাদারীপুর এর অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) নৌ প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধিন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

স্বাক্ষরিত/-
মো. জাহাঙ্গীর আলম খান
সিনিয়র তথ্য অফিসার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
০১৭১১-৪২৫৩৬৪